যুগান্তর

তারিখ ...22 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৬ কলাম ...৬...

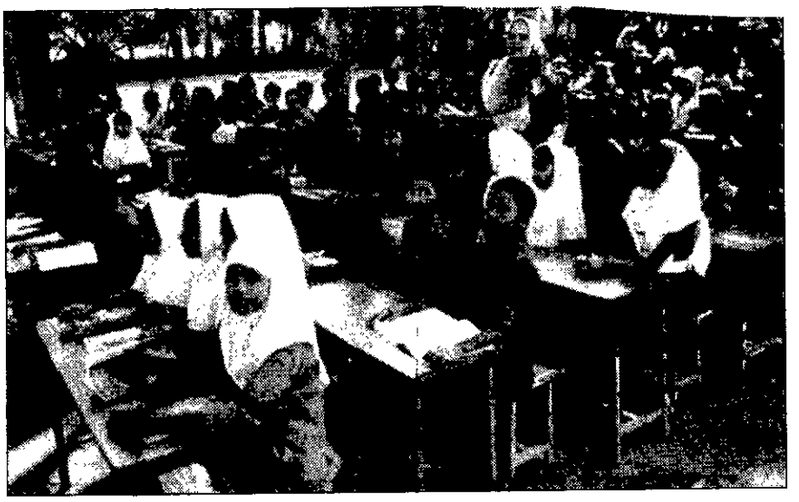

পটুয়াখালীর দক্ষিণ-পূর্ব দশমিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে পাঠদান করা হচ্ছে যুগান্তর

দশমিনায় ২২ স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ পাঠদান খোলা আকাশের নিচে

এইচএম ফোরকান, *দশমিনা থেকে*

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ইতিমধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অনেক বিদ্যালয় খোলা আকাশের নিচে পাঠদান চালাচ্ছে। নতুন ভবন নির্মাণ না হওয়ায় এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবক যেমন উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন, তেমনি ৩ হাজার ১৭৮ জন শিশু শিক্ষার্থী আতংকের মধ্য দিয়ে পাঠদান নিচ্ছে। উপজেলার ২২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে একটির পাঠদান চলে খোলা আকাশের নিচে এবং অপর ২১টি ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীণ। দক্ষিণ পূর্ব দশমিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, খোলা আকাশের নিচে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান জানান, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে একতলা স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ দিনেও সংস্কার না হওয়ায় এখন জরাজীর্ণ হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে স্কুল মাঠে খোলা আকাশের নিচে শিক্ষাকার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। পশ্চিম বাঁশবাড়ীয়া শাহ কেরামতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে পড়ায় বিকল্প হিসেবে স্থানীয়দের উদ্যোগে পাশে টিনের ঘর তুলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান দেয়া হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফারুক আলম জানান, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। দুই বছর আগেই ভবন ব্যবহারে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। স্কুলের ২৩১ শিশু শিক্ষার্থীর জন্য পাশে টিনের ঘর তুলে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মধ্যে রয়েছে, পশ্চিম জৌতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর গোপালদী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ পশ্চিম আদমপুর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর পশ্চিম আদমপর কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঁশবাড়িয়া আক্রাম খান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব রনগোপালদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুলি আউলিয়াপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ পূর্ব দশমিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দঃ বাঁশবাড়ীয়া ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব আলীপুর চান্দার বাঁধ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাবাড়ী বেতাগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরগুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বগুড়া কাঁঠালবাড়িয়া মাতুব্বর পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চর শাহজালাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রনগোপালদি ইউনিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উত্তর আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য গছানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম চরহোসনাবাদ সরকারি বিদ্যালয় ও উত্তর বহরমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ব্যাপারে দশমিনা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আবুল বশার বলেন, আসলে তালিকার চেয়ে জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলের সংখ্যা আরও বেশি হবে। স্কুলের নতুন ভবনের জন্য বারবার তালিকা পাঠানো হলেও এখন পর্যন্ত বরাদ্দ আসেনি।